R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
ভারতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
৪০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৯ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৪১২ সাল।
২২শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পালনে কর্মব্যস্ত সাগরদীঘি বিদ্যুৎ প্রকল্প

বিশেষ সংবাদদাতা : ২০০৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য সাগরদীঘি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে ঘোষণা করেছিলেন ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারীতেই আলো জ্বলবে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি রক্ষায় জোর কদমে কাজ চলছে এখানে। পাশাপাশি দিনের দিন এলাকার চেহারাও পাল্টে যাচ্ছে। এখন দুটি ইউনিটে মোট ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। ৬০০ মেগাওয়াটের ইউনিট নির্মাণের দায়িত্ব চীনের ডং ফ্যাং ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের উপর। এছাড়া এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত আছে এল্ এ্যান্ড্ টি, এম্. বি. লিঃ, সিমপ্লেক্স, সাপুজী পালুজ্জী ইত্যাদি সংস্থা। মোট জমির প্রয়োজন ১৭৬৫ একর। এখন পর্যন্ত ১১০০ একর অধিগ্রহণ করা হয়েছে। জমির মালিকেরা দামও প্রায় ক্ষেত্রে পেয়ে গেছেন বলে খবর। এই প্রকল্পে বর্তমানে স্থায়ী কর্মী সংখ্যা ২০ জন। এ ছাড়া নিয়ম মতো বিভিন্ন ঠিকাদারের অধীনে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে. জমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে যোগ্যতা অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকরীর আবেদনপত্রও গ্রহণ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের স্বার্থে আপাততঃ দুটি রাস্তা সম্প্রসারণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তার একটি মনিগ্রাম থেকে মনিগ্রাম ষ্টেশন পর্যন্ত রাস্তাটির আধুনিকীকরণ। অন্যটি মির্জাপুর থেকে অনুপপুর পর্যন্ত। দ্বিতীয় রাস্তাটির কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের সংযোগস্থল থেকে রাস্তাটির কাজ সম্পূর্ণ হলে জাতীয় সড়ক থেকে মূল প্রকল্পে পেঁাছতে অনেক কম সময় লাগবে। এলাকার (শেষ পৃষ্ঠায়)

সমসেরগঞ্জ থানা এলাকায় রেশন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সমসেরগঞ্জ থানার রেশন ব্যবস্থা গত ১৫/২০ বৎসর যাবৎ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অত্র থানায় মোট ৫৯ জন রেশন ডিলার। তারা চালাচ্ছে লুটপাটের কারবার। রেশন দোকান শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত খোলা রাখার কথা। কিন্তু কেউ তা মান্য করে না। শনি ও রবিবার ১২টা পর্যন্ত কোন রকমে ছিটেফোঁটা মাল দিয়ে রেশন ডিলারগণ দায়সারাভাবে জনগণকে বঞ্চিত করে সমুদয় মাল কালো-বাজারীতে বিক্রি করে চলেছেন। তার উপর তারা কোন রেশন গ্রহিতাকে ক্যাশ মেমো দেন না, মালের চার্ট বোর্ড টাঙ্গান না, প্রতিটি জিনিসের দাম ধার্য্য দামের চেয়ে বেশী নিচ্ছেন। অন্তর্দ্বয়ের চাল ও গম প্রতি পরিবারে ৫ জনে ৯ কিলো পাওয়ার কথা কিন্তু রেশন ডিলারগণ ৪/৫ কিলোর বেশী দেন না। কেরসীন ১ লিটারের দাম ৯·৪৭ পয়সা কিন্তু রেশন ডিলারগণ নিচ্ছেন ১০ টাকা থেকে ১১ টাকা পর্যন্ত। তার উপর প্রতিটি মাল ওজনে কম দিচ্ছেন।

প্রতিটি রেশন ডিলারের নিকট অজস্র ভুয়া রেশন কার্ড আছে। রেশন কার্ড হোল্ডার মধ্যে অনেক লোক মারা গিয়েছে কিন্তু তাদের নাম না কেটে তাদেরও মাল তুলে রেশন ডিলারগণ আত্মসাৎ করে আসছেন। তা' ছাড়া প্রায় পরিবারের বিবাহিত কন্যারা অন্যত্র চলে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের রেশন কার্ড রেজিষ্টারে বিদ্যমান আছে। রেশন ডিলারগণ প্রায়ই তাদের সাপ্তাহিক মাল শুক্র ও শনিবার পর্যন্ত তোলেন এবং এজেন্ট পয়েন্ট থেকেই স্থানীয় ফুড সাপ্লাই ইন্সপেক্টরের উপস্থিতিতে বিক্রি করে দেন। এ কাজ এখন নিয়মে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্ত কাজ নীচু থেকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রথম জঙ্গিপুর বই মেলা—২০০৬

অসিত রায় : আগামী ৮ থেকে ১৩ মার্চ ম্যাকেঞ্জী পার্ক ময়দানে অনুষ্ঠিত হ'তে চলেছে প্রথম জঙ্গিপুর বইমেলা। অনুষ্ঠানের কর্মসূচীর সার্থক রূপদানের জন্য বই মেলার সভাপতি ও জঙ্গিপুরের পুরপতির উপস্থিতিতে দ্বিতীয় আলোচনা সভা হ'য়ে গেলো গত ১৩ ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্র ভবনে। বই মেলার বিশেষ বিষয় (থিম) নিয়ে আলোচনার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষ এবং সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৫০ বছর পূর্তি সমন্বয়ে গঠিত চিন্তাধারার উপর করতে হবে। নারী দিবস, লোক সংস্কৃতি দিবস, ছাত্র ও যুব দিবস, শিশু দিবস এবং সম্প্রীতি দিবসের চিন্তা ভাবনার মধ্যে মেলার প্রতিটি (শেষ পৃষ্ঠায়)

রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্ত চাই

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মির্জাপাড়ার গরিবুল্লা সেখের স্ত্রীর মৃত্যুকে ঘিরে এলাকায় কানাঘুষা চললেও পুলিশ একদম নীরব। জানা যায় গত ১৭ ফেব্রুয়ারী দুপুরে ভিজে ভাত খেয়ে গরিবুল্লার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে এলাকার হাতুড়ে ডাক্তার জনৈক নয়ন প্রামাণিকের কাছে আনা হয়। কিন্তু তাঁর চিকিৎসায় কোন উন্নতি না দেখে আশংকাজনক অবস্থায় ভদ্রমহিলাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দু'দিন পর তিনি মারা যান। অনুসন্ধানে জানা যায়, ভদ্রমহিলার দুই ছেলে অহেদ ও নিয়ামতের স্ত্রীরা নাকি পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ভিজে ভাতের সঙ্গে উকুনমারা 'কাঁচ বিষ' মিশিয়ে দেন। শাশুড়ীকে হত্যার প্রকৃত রহস্য পাড়াপ্রতিবেশীরাও জানেন না।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৪১২ সাল।

সময়ের অপেক্ষায়

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি জগতে আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। ক্রমশঃ দিনের তাপমাত্রা বাড়িতেছে। তবে রাতের দিকে এক-আধটুকু ঠান্ডাভাব অনুভূত হইতেছে। যেটুকু ঠান্ডাভাব আছে তাহাও মনে হয় আর কয়েকটি দিন পর আর থাকিবে না। বসন্ত দরজার ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। বনবীথিকায় সাজসজ্জার পালা শুরু হইয়া গিয়াছে।

বসন্ত অভ্যাগমের সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনের মন্দমধুর বাতাসও বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভোটারলিস্টের সংশোধন, পরিমার্জন, ভুয়া ভোটার বর্জন, নতুন ভোটার সংযোজন পর্বের কাজ বেশ কিছু আগে হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকেরা দুই দফায় বিভিন্ন জেলায় ঘুরিয়া দেখিয়া শুনিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। নির্বাচনের দিন এখনও ঘোষিত হয় নাই। তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সাজ সাজ রবের সঙ্কেত মিলিতেছে। জোট লইয়া নানান চাপান উতোরও শোনা যাইতেছে। বামবিরোধী জোট গড়িতে, ভোট ভাগ বন্ধ করিতে কংগ্রেস এবং তৃণমূল দুই পক্ষই চাহিতেছেন এবং উভয় পক্ষই আলোচনার মাধ্যমে জোটের সম্ভাবনার দরজা খুলিয়া রাখার কথা বলিয়া আসিতেছেন। প্রস্তাব—পাল্টা প্রস্তাব চলিতেছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর হইতে জানা যায়—কংগ্রেস তৃণমূলকে জোটের বিষয়ে আট দফা প্রস্তাব দিয়াছে। এই প্রস্তাবের তিনটি রাজনৈতিক অবস্থান সংক্রান্ত এবং পাঁচটি আসন রফা সংক্রান্ত। আবার অন্যদিকে তৃণমূল হিসাবের খতিয়ান খুলিয়া বিচার বিশ্লেষণ আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া খবরে প্রকাশ। জোট গঠনের তিনটি পথরেখা বাৎলে দিয়ো প্রস্তাব জানাইয়াছেন তৃণমূল নেত্রী। সরাসরি জোট, আসন সমঝোতা করিয়া জোট, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের সরকারকে যেভাবে বাম এবং বিজেপি উভয় দলই সমর্থন জানাইয়াছিল তেমনিভাবেই। যাহাই হউক এখন পর্যন্ত বামবিরোধী জোট বা মহাজোটের সম্ভাবনার স্পষ্ট রেখা গোচরীভূত হইতেছেনা। আমাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা পর্যন্ত কোন সমঝোতার খবর শোনা যাইতেছে না। উভয় পক্ষই পরস্পরের কোর্টে বল ঠেলাঠেলি করিতেছে মাত্র। উভয় দলই জানাইতেছে সমঝোতার দরজা এখনও উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে।

ইতিমধ্যে বামেরা তাহাদের প্রার্থির নামের তালিকা ঘোষণা করিয়াছে। তাই তাহারা একধাপ বেশি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। শোনা যাইতেছে তাহাদের তালিকায় পুরাতনদের বেশ কিছু যেমন বাদ পড়িতেছেন তেমনি আবার নতুন মুখকে পাদপ্রদীপালোকে আনার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। আরো শোনা যাইতেছে বামফ্রন্টের ইস্তাহারে উন্নয়ন ও কর্ম-সংস্থানকে গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে।

বামবিরোধীদের শিবিরের প্রার্থি তালিকার এবং নির্বাচনের নীতি কৌশলের কথাও অচিরে জানা যাইবে বলিয়া মনে হয়। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। নির্বাচনের দিন ঘোষিত হইবার পরই ভোটের বাজার গরম হইয়া উঠিবে প্রচারে—পাল্টা প্রচারে। বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে যেমন প্রকৃতিলোকে গ্রীষ্মের তপ্ততা অনুভূত হয়, নির্বাচন আসিলেও রাজনৈতিক আবহাওয়াও তখন একটু একটু করিয়া গরম হইয়া উঠে—বক্তৃতায়, শ্লোগানে, মিছিলে। এখন নির্বাচনী নির্ঘন্ট ঘোষিত হইতে যতটা দেরি।

সিভিক্ সেন্স

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাঠ্যসূচী থেকে পার্টিবাজি কথাবার্তা ছাঁটতে হবে। একজনের এক নিকট আত্মীয়া চিকাগোয় থাকে। সে মায়ের দেওয়া বড়ি, আচার, ঘি কিছু নিয়ে যেতে পারে না। আমেরিকা বলে আমার দেশে তোমার দেশের নানা অসুখ তো ঢুকতে দেব না! খুব পরিচিত এবং বিশ্বস্ত হয়ে গেলে কিছুটা ছাড় দেয়। তাছাড়া দেশাত্মবোধক গান, আবৃত্তি, ইতিহাস পাঠ্যক্রমে বাড়াতে হবে। ভারত গড়তে রাশিয়া, লাতভেনিয়া, চিনে পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য জানালা খোলা থাকুক, আমাদের বোকামীর জন্য ওরা এগিয়ে গেছে বলে। মানবতা শেখার জন্য, দেশ তৈরীর জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবৎ, উপনিষদ, বেদ, সংস্কৃতের নীতি শিক্ষাগুলি আকাশের তারার মতই চিরভাস্বর।

সিভিক সেন্স হঠাৎ করে তৈরী হয় না। ছোটবেলায় শিক্ষার বুনিয়াদ ঠিক থাকলে বুঝবে যজ্ঞ মানে ঘি চাল পোড়ানো নয়, ত্যাগ এবং কৃতজ্ঞতা। তেমনি পানের পিক ফেলার আগে কোথায় ফেলছো দেখে নেবে, ফেলার পরে নয়। ভারতেই তার দৃষ্টান্ত দেখুন। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ ভারতের বহু বড় বড় শহরে এক টুকরো বাজে কাগজ বা পিকের লাল দাগ দেখতে পাবেন না। কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যততত্র পোস্টার বা দেওয়াল লিখনও নেই। নির্দিষ্ট স্থানে সবই আছে নিয়ম মেনে। কথায় কথায় মিটিং মিছিল করে জনজীবন স্তব্ধ করে দিয়ে মস্তানী ফলানোর অসভ্যতা বহু রাজ্য বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা পারছিনা কেন? সাপ আর নেউল এক হয়েছে। চোর পুলিশ খেলা হচ্ছে। কিন্তু ভাববার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তি স্বার্থে নিমগ্ন পড়ুয়া সমাজ নানা কুসংস্কারের শিকার। হারিয়ে যাবার, ফুরিয়ে যাবার এ উল্টোরথের যাত্রা বন্ধ না করলে দেশ রসাতলে যাবে। যে সমাজে মায়েরা রাস্তায় নাচে, তাদের সন্তান বড় হয়ে বৌ নিয়ে নাচতে নাচতে বুড়ো-বুড়িকে ফেলে কেটে পড়লে অন্যায় কোথায়? পাশ্চাত্যের ভোগবাদ যত প্রাধান্য পাবে ততই সেন্স লোপ পাবে। এটা ওরা বুঝতে পেরেছে বলেই ইসকনের বিস্তার হচ্ছে। আমরা না বুঝলে ভগবানও বাঁচাতে পারবেন না। (শেষ)

ভুলি নাই

আনন্দগোপাল বিশ্বাস

দেখতে দেখতে কতদিন হয়ে গেল
তবু মনে হয় এই তো সেদিন—
বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারী!
যে মিছিলটা এগিয়ে গেল শ্লোগান
একটাই তার
'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।'
সেই মিছিলে স্কুল কলেজের ছাত্রদের
মাঝে
দূর থেকে এখনও নিজেকে দেখতে পাই,
যে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে একসাথে
বলেছিল—
'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে'।
রেডিওতে ভেসে আসে চরম খবর
—'ঢাকার রাজপথ হয়ে গেছে লাল!'
কত লাল চলে গেল, তবুও তো
রয়ে গেল কত!
জোয়ারের জল যেন যায়নি দমান তারে।
আজও তাই ভুলি নাই সেই সব লালে।
জন্মভূমি স্বাধীন আজ,
আজ আমি দূরে!

রেজিষ্ট্রি অফিসে একদিনের কর্মবিরতি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সারা রাজ্যের সঙ্গে জঙ্গিপুর সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসের অতিরিক্ত মোহরাররা গত ১৭ ফেব্রুয়ারী এক দিনের কর্মবিরতি পালন করেন। সি, আই, টি, ইউ সমর্থিত জঙ্গিপুর ইউনিটের সম্পাদক আমিনুল ইসলাম জানান গত ১৯৮৪ ও ১৯৮৮ সালে দু' ধাপে সারা রাজ্যের মতো জঙ্গিপুরেও কিছু কর্মীকে অতিরিক্ত মোহরার পদে নিয়োগ করা হলেও আজ পর্যন্ত সরকারী কর্মীর কোন স্বীকৃতি তাঁরা পাননি। বর্তমানে সারা রাজ্যের রেজিষ্ট্রি অফিসগুলোতে কমপিউটার মৌসন বসিয়ে তাদের পদ বাতিল করে দেবার একটা পরিকল্পনা চলছে। কপিরাইটারদের কাজের স্থায়ী নিরাপত্তার দাবীতে তাদের একদিনের এই প্রতীক ধর্মঘট। এর কোন সমাধান না হলে পরবর্তীতে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন বলে জানা যায়।

বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির মনিগ্রাম হাই স্কুলে গত ১৪ ফেব্রুয়ারী দুপুর থেকে সন্ধ্যে অবধি এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল সুন্দর পরিবেশের মধ্যে। ছাত্রীদের রবীন্দ্র নৃত্য ছাড়া বহিরাগত জনপ্রিয় আবৃত্তিকার অতনু বর্মন ও তাঁর স্ত্রী তনুশ্রীর বাস্তবমুখী আবৃতি, নাট্যম বলাকার নাটিকা 'হেঁয়ালী' ছাত্রছাত্রী, আমন্ত্রিত অতিথি ও দর্শকদের বিশেষ আনন্দ দেয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চেতনা, মানবিকতা, দেশাত্মবোধ জাগাতে এই ধরনের অনুষ্ঠান প্রত্যেক বছর চালু থাকবে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায়। নাট্যম বলাকার তরুণ চৌবে, আনন্দধারায় অনমিত্র ব্যানার্জী, সংস্কৃতিপ্রেমী শিক্ষক মানিক চ্যাটার্জী, বিশিষ্ট গায়ক সুব্রত দত্ত প্রমুখ এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

TENDER NOTICE

Sagardighi C. D. P. O. Office invites tender for supplying cooking utensils. Forms will be supplied from the office of the undersigned from the date of publication to 20. 03. 2006.

Sd/-
Child Dev. Project Officer
Sagardighi I. C. D. S Project
Murshidabad

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ

সুতী-১ সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প

গোঃ—আহিরণ ● জেলা—মুর্শিদাবাদ

স্মারক সংখ্যা 40/ICDS/Suti-I তারিখ 15/2/06

বিজ্ঞপ্তি

সুতী ১নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পে কিছু সংখ্যক অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকা পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ১০-০৫-২০০৬। ছুটির দিন বাদে ১১টা হইতে ৪টা পর্যন্ত। বিশদ বিবরণের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

শূন্যপদ নিম্নরূপ ঃ—

অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী—৫১টি

শ্রেণী	সাধারণ	তপঃ জাতি	তপঃ উপজাতি	অনগ্রসর	মোট
১। সংরক্ষিত (৫%) ০৩	—	—	—	—	০৩
২। পদোন্নতি (৭৫%) ৩৮	২৭	০৯	০২		৩৮
৩। সরাসরি নিয়োগ (২০%) ১০	০৬	০২	০১	০১	১০

সহায়িকা কর্মী—৪৫টি

সংরক্ষিত (৫%) ২	—	—	—	—	০২
সরাসরি নিয়োগ (৯৫%) ৪৩	২৮	১০	০৩	০২	৪৩

বিঃ দ্রঃ—পদোন্নতির ক্ষেত্রে দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ছুটির দিন বাদে ২৩/০২/২০০৬ শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ— অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পাশ, সহায়িকা কর্মীর ক্ষেত্রে চতুর্থ শ্রেণী পাশ এবং পদোন্নতির জন্য অষ্টম শ্রেণী পাশ।

Sd/-
Child Dev. Project Officer, Suti-I, I. C. D. S. Project
P. O. Ahiran, Murshidabad

Memo No. 39/A/ICDS/Suti-I Date 15. 2. 06

ছাত্র সংসদের নির্বাচন বয়কট

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন ছিল গত ১৬ ফেব্রুয়ারী। ছাত্রপরিষদ এস এফ আই-এর পক্ষে কলেজ কর্তৃপক্ষের নগ্ন পক্ষপাতিত্বের কারণ দেখিয়ে কোন মনোনয়ন পত্র জমা দেয়নি। আরো জানা যায়, চলতি ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে কলেজের মেন গেটে ছাত্র পরিষদের পলাশ সাহা এস এফ আই-এর জনৈক সমর্থকের হাতে প্রহৃত হন। রঘুনাথগঞ্জ থানায় তিনি ঐ ছাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগও করেন। উল্লেখ্য, গত বছর মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে ব্যাপক গন্ডগোলে কয়েকজন নেতাসহ ছাত্রপরিষদের বেশ কিছু ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। যার ফলে ৩২টি আসনে ছাত্রপরিষদ মনোনয়নপত্র জমা দিতে ব্যর্থ হয়। এর প্রেক্ষিতে ছাত্রপরিষদ হাই কোর্টের আশ্রয় নেয়। যার ফলে কর্তৃত্ব এস এফ আই-এর অধীনে থেকে যায়। এ বছর ঐ ধরনের অশান্তি এড়াতেই নাকি ছাত্র-পরিষদ জঙ্গিপুর কলেজ সংসদ নির্বাচনে বিরত থাকে।

শ্রেষ্ঠবিচার

শীলভদ্র সান্যাল

তিন তিনবার ফেল ক'রে মা দেখছি ভেবে চতুর্দিক
এবার না পাশ করলে পরে আর দেব না মাধ্যমিক।
বৃথাই মা তোর পায়ে দিলাম বছর বছর পুষ্পাঞ্জলি,
করলিনে মা একটু দয়া, গেলি আমার হৃদয় দলি ;
শুদ্ধচিতে করনু চোখা রাত্রির পর রাত্রি জেগে
লোড্‌শেডিঙে লম্ফ জেবলে বিপুল শ্রমে কী আবেগে !
বাদ বাকিটা, পুঁথির পাতা সযতনে জেরক্স ক'রে
ইম্পর্টেন্ট পীসগুলো মা সাজেসানে সিলেক্ট করে
গন্ডা কয়েক মাইনে করা মাস্টারদের কথা মত,
রেজাল্ট পেয়ে বাক্যরহিত, হলাম আমি শয্যাগত।
হাড়ভাঙা মোর খাটনি মাগো ! সব যে গেল মাঠে মারা
বল পাষাণী, বীণাপাণি ! তোর এ বিচার কেমন ধারা ?
উনিশ পেলাম অঙ্কে মাগো, তেরো পেলাম ইংরাজীতে
অন্যগুলোও তথৈবচ, আর কত দুখ সইব চিতে !
গুরুকুলের সবাই গুরু-দক্ষিণাটা বুঝে নিল,
প্রতিদানে অসম্মানে শুধুই গুরু দুঃখ দিল !
ইচ্ছে করে, শিলনোড়াতে ছেঁচি ওঁদের মুন্ডগুলো—
অর্থপিশাচ বিদ্যাবাগীশ হচ্ছে ক্রমে রাঙা মুলো !
ইচ্ছে করে, আস্ত ওঁদের খাই চিবিয়ে গোটা গোটা,
প্রাণে ওঁদের মূল্যবোধের একটুও নেই ছিঁটে ফোঁটা।
এই তো যেমন, তেসরাবারে গার্ডটি এমন বে-আক্কেলে
পরীক্ষার হল থেকে মা, আমায় অর্ধচন্দ্র দিলে !
অপরাধের মধ্যে মাগো, ঘরের কোণে সঙ্গোপনে
পাতার ভাঁজে ছিন্নপত্র লিখতেছিলাম আপন মনে !
স্বপ্ন টুটে ভগ্নহৃদে পিতৃগৃহে এলাম ফিরে।
ফাঁসি যাব, শহীদ হব, ভেবেছিলাম নয়ন-নীরে—
কিন্তু আমি পিতৃশ্রাদ্ধে পিন্ডলোপের কথা ভেবে
একমাত্র পুত্র, আমার ইচ্ছেটাকে দিলাম দেবে।
এ সব আত্মত্যাগের বিচার হয় না ধরা কোনও খাতে
বিচার করা হয় মা শুধু পরীক্ষা আর পুঁথির পাতে ?
'তোর প্রতিভা বুঝবে না কেউ' ; বলেন গর্ভধারিণী মা,
'হায়রে বাছার কষ্ট দেখে দুঃখের মোর নেইকো সীমা
কুড়ি বছর বয়স হলেই টুকটুকে বৌ আনব ঘরে
দেখব তখন মা'র মিনতি ঠেলিস বাছা কেমন ক'রে !
বাপের ব্যবসা দেখবি মুখে। কী হবে অত বিদ্যে নিয়ে ?'
মায়ের চোখের জল মোছাতে তাই ভেবেছি বসব বিয়ে।
পুত্র হবার দায় যে কঠিন ! তাইতো ভেবে সকল দিক
এবার না পাশ করালে মা, আর দেবনা মাধ্যমিক ॥

রেশন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত (১ম পৃষ্ঠার পর)

উপরতলা পর্যন্ত বখরার মাধ্যমে চলছে। জনগণ দীর্ঘদিন যাবৎ অভিযোগ জানিয়েও কোন প্রতিকার হচ্ছে না। সমসেরগঞ্জ থানা বড় এলাকা, অথচ এখানে একজন মাত্র খাদ্য পরিদর্শক। কোন পিওনও নাই। এই থানায় অজস্র ভুয়া রেশনকার্ড ও চরম দুর্নীতি চলছে। এ ব্যাপারে ইলেকশন কমিশনের পর্যবেক্ষক দিয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

জঙ্গিপুর বই মেলা—২০০৬ (১ম পৃষ্ঠার পর)

দিনকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই সাথে বই মেলার সার্থক রূপদান এবং যথাযথ পরিচালনার জন্য গঠন করা হয়েছে বিভিন্ন উপ-সমিতি। প্রশাসনিক কোনরকম আর্থিক সাহায্য না থাকার জন্য বই মেলার সুস্থ রূপরেখার প্রয়োজনীয় খরচ আনুমানিক ২'৯০০০'০০ টাকা সবটাই বিজ্ঞাপন, স্টল ভাড়া এবং প্রবেশ মূল্য থেকে সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

একটি আবেদন

জঙ্গীপুর কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রয়াত শিক্ষক ক্ষিতিরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতিচারণা করে কিছু লেখা সংগ্রহ করতে চাই। তাঁর স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী এবং অজস্র ছাত্রছাত্রী যাঁদের অনেকেই আজ সমাজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি—তাঁদের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ প্রচারে বিমুখ এই বিশিষ্ট অধ্যাপককে নিয়ে আপনাদের মূল্যবান লেখা নিজ নিজ নাম ঠিকানাসহ যে পদে আসীন ছিলেন বা আছেন তা উল্লেখ করে দয়া করে কাগজের কেবলমাত্র এক পৃষ্ঠায় লিখে নিচের ঠিকানায় পাঠাবেন। কৃতজ্ঞচিত্তে আপনাদের লেখা সাদরে গৃহীত হবে।

বিনীত—
মহঃ রিয়াজউদ্দিন
প্রাক্তন ছাত্র (১৯৬৪-৬৭)
জঙ্গীপুর কলেজ
০৫/০২/২০০৬

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ—

১। মহঃ রিয়াজউদ্দিন
ফুলতলা, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ
জেলা মুর্শিদাবাদ
পিন—৭৪২২২৫

২। মহঃ রিয়াজউদ্দিন (প্রধান শিক্ষক)
সাহেবনগর হাই স্কুল (এইচ, এস)
পোঃ কাঁকুড়িয়া, ভায়া—ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন—৭৪২২০২

প্রতিশ্রুতি পালনে কর্ম ব্যস্ত (১ম পৃষ্ঠার পর)

মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা ছিল এই দুটি রাস্তার আধুনিকীকরণ।

যে কোন শিল্প প্রকল্পেই টেড ইউনিয়ান আন্দোলন থাকবে। আশার কথা এখানে সিটুর প্রাধান্য থাকলেও এখন পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক সংঘর্ষ ঘটেনি। রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। এলাকার মানুষ বিভিন্নভাবে এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যক্ষ কাজের সঙ্গে পরোক্ষ কাজের সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থনীতির পরিভাষায় একটা বাজার তৈরী হচ্ছে। নানান ধরনের দোকান-ব্যবসা গড়ে উঠছে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ঘিরে অদূর ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক অবস্থার একটা ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে এটা আশা করা যায়। এখন পর্যন্ত যা খবর তাতে এই প্রস্তাবিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছবিটা এ রকম—মনিগ্রাম ষ্টেশনের পরে টাউনশিপ, তারপর প্ল্যান্ট। এরপর এ্যাস্‌পন্ড। এছাড়া থাকছে নিজসব স্কুল, হাসপাতাল, লাইব্রেরী—সব কিছুই গড়ে উঠবে ২০০৭ সালের মধ্যে। কিছু আবাসন তৈরীও সম্পন্ন হয়েছে। আরো জানা যায়, এই প্রকল্পের পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে যে সব মানুষ বসবাস করেন তাঁরাও চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা পাবেন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিজস্ব হাসপাতাল থেকে। একদিন মনিগ্রাম, চাঁদপাড়া, হরিরামপুর, বাগপাড়া ইত্যাদি গ্রামগুলিকে ঘিরে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ উপনগরী গড়ে উঠবে তার চিত্রটা পরিস্কার। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিঃ এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'কর্পোরেট বার্তায় সাগরদীঘি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে—'ইউনিট ১ ও ২ এর 'সিনক্রোনাইজেসন' যথাক্রমে জানুয়ারী ২০০৭ ও এপ্রিল ২০০৭ নির্দিষ্ট করা আছে এবং এর জন্য সমস্ত রকম প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে।' জঙ্গিপুর মহকুমা তথা জেলা এমনকি রাজ্যের মানুষ অধীরভাবে অপেক্ষা করে আছে সেই দিনটির জন্য যেদিন মহকুমার গ্রাম বাংলা আলোয় আলোয় ভরে উঠবে।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।